কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—২, সংখ্যা—২, ডিসেম্বর—২০২৫, পৃষ্ঠা—৫-১৮

সত্য যখন সংকটেঃ ভুয়ো খবরের প্রভাব ও প্রসার নিয়ে একটি বিশ্লেষণ

ঝুমা হরি

গ্রন্থাগারিক, নক্সালবাড়ি কলেজ, নকশালবাড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ

ই-মেলঃ jhumahari@gmail.com

ORCID iD: https://orcid.org/0009-0009-4411-2032

সারাংশ

মানবসমাজ ও সভ্যতার টিকে থাকা অনেকাংশেই নির্ভর করে সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্যের উপর। সমাজে তথ্য প্রচারের জন্য বিভিন্ন ধরণের মিডিয়া ব্যবহার করা হয়; যার মধ্যে মুদ্রিত এবং ইলেকট্রনিক উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের ডিজিটাল নির্ভর সমাজে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম মিশ্র আকারে (Hybrid Mode) তাদের নিজস্ব পরিকাঠামো তৈরি করছে যাতে তারা সহজেই শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে পারে এবং দ্রুত খবর পৌঁছে দিতে পারে। আমরা জানি যে, সংবাদ হলো সাম্প্রতিক বা সময়োপযোগী কতগুলো ঘটনা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য যা বাছাই করা কিছু শব্দবাক্যের সমাহারে পরিবেশিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, নতুন এবং ঘটমান বিষয়ের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে দর্শকদের কাছে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে তথ্যের উৎপত্তি ঘটানো হয়। সংবাদ পরিবেশনের সময় যে সমস্ত শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয় তার উপর ভিত্তি করে প্রায়শই গড়ে ওঠে জনমত। কারণ কোন দেশের জনগণ নির্দিষ্ট কোন আবেগ-অনুভুতির দ্বারা সেইসব সংবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু মুশকিল হয় ভুয়ো সংবাদ বা ভুয়ো খবর নিয়ে। ভুয়ো খবর ছড়াতে পারে অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেও। এই গবেষণায় আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণভিত্তিক তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ভুয়ো খবরের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত অনুমান যাচাই করতে গবেষণাটি বর্ণনাত্মক ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে পরিচালিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং বহুমাত্রিক উৎসসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে গবেষণাটি একটি বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষধর্মী রূপ দানের চেষ্টা করা হয়েছে। ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়লে নেতিবাচক জনমত গড়ে উঠতে পারে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চিরাচরিত কাঠামোয় ফাটল ধরতে পারে, ইতিবাচক সামাজিক প্রথা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে, সমাজের যুব সম্প্রদায় বিপথে পরিচালিত হতে পারে, অর্থনৈতিক উৎসাহে বাঁধা পড়তে পারে ইত্যাদি। এই গবেষণাপত্রের মাধ্যমে “ভুয়ো খবর” সংক্রান্ত একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করা হবে এবং এর কিছু বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি আলোকপাত করার পর ভুয়ো খবরের সর্বব্যাপী প্রভাব ও প্রসারতা নিয়ে একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের জন্ম দেওয়া হবে। সেইসাথে

© WBCLA

ভুয়ো খবরের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য কিছু প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত সুপারিশও এই প্রবন্ধের অংশ হিসাবে থাকবে।

মুখ্যশব্দসমূহ : তথ্যের বিকৃতি, বিশ্বব্যাপী সংযোগ সম্পর্ক তৃতীয় খবর, সামাজিক চতুর্থ-মাধ্যম

১। ভুমিকা

বর্তমান যুগে গণমাধ্যম মানব জীবনের সঙ্গে এতটাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে যে, গণমাধ্যম ছাড়া জীবন কল্পনা করাই কঠিন। প্রতিনিয়ত গণমাধ্যম তার স্বভাব চরিত্র পাল্টাচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই মানব জীবনেরও পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট ও মোবাইল টেলিযোগাযোগের এক অভিনব প্রযুক্তি যা প্রতিনিয়ত আধুনিক হতে থাকে এবং সেই প্রযুক্তি ব্যবহারকারীকে যথা সময়ে সময়োপযোগী করতে প্রয়োজনীয় বার্তা দিয়ে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য-প্রযুক্তির দুনিয়ায় অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতারও প্রগতি ঘটছে ঠিকই কিন্তু 'প্রদীপের নীচে অন্ধকারের' মত কিছু সমস্যার মুখাপেক্ষীও মানবসমাজকে হতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে এমনই একটি সমস্যার উদাহরণ হল "ভুয়ো খবরের" উৎপত্তি ও তার সর্বব্যাপী প্রভাব। "সত্যতার সংকট" কথাটি এই প্রবন্ধের শিরোনাম হিসাবে রাখা হয়েছে। ভুয়ো খবরের প্রচার ও প্রসার নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতাকে (Objective Reality) বিকৃত করতে পারে, আক্রমণের লক্ষ্য বানানো কোন নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে এবং সর্বোপরি গণমাধ্যমের ভূমিকাকেও প্রশ্নচিহ্নের মাঝে দাড় করিয়ে দিতে পারে। সুতরাং উল্লিখিত সম্ভাবনাগুলি তখনই প্রকট হয়ে ওঠে যখন সত্য সংকটের মুখে পড়ে যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সভ্যতার সংকট" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' এর পেছনে 'জাতীয়তাবাদ' নয় বরং 'উগ্র জাতীয়তাবাদ' — কেই দায়ী করেছিলেন। ঠিক তেমনি সত্যতার সংকটের পেছনে শুধু খবর নয় বরং "ভুয়ো খবর" — ই বিশেষভাবে দায়ী থাকে। ভুয়ো খবর উগ্র জাতীয়তাবাদের মতই শক্তিশালী। ভুয়ো খবরের প্রভাবে সত্যতা ও সভ্যতা উভয়ই সংকটাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। সেকারণে হয় ভুয়ো খবরের প্রভাব থেকে মানবসমাজকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে হবে না হয় খবর প্রকাশের মাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মজবুত বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে চলতে হবে যাতে সমাজ, সভ্যতা ও সত্যতা কোনটিই বিপদগ্রস্ত না হয়।

২। সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির পর্যালোচনা

কতগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয় এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরার আগে ভুয়ো খবর ও তার প্রভাব সংক্রান্ত কিছু রচনাবলীর পর্যালোচনা পরিবেশন করা হল যাতে গবেষণার মূল সমস্যা চিহ্নিত করা যায়।

অ্যালকট এবং জেন্টজকো তাদের *Social Media and Fake News in the 2016 Election* (২০১৭) নামক রচনায় দেখিয়েছেন যে, ২০১৬ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর, অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারিত মিথ্যা গল্পের তথা "ভুয়া খবর" এর প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমরা জাল খবরের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করি এবং নির্বাচনের আগে এর ব্যবহার

© WBCLA

সম্পর্কে নতুন তথ্য উপস্থাপন করি। লেখকরা দাবি করেন যে, ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তথ্য যাচাইকারী ওয়েবসাইটের সংরক্ষণাগার এবং একটি নতুন অনলাইন সমীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমরা মূলত চারটি বিষয় দেখতে পাই ১) নির্বাচন সংক্রান্ত খবরের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কিন্তু প্রাধান্যকারী উৎস ছিল না, কেবলমাত্র ১৪ শতাংশ মার্কিন নাগরিক সোশ্যাল মিডিয়াকে তাদের "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ" উৎস বলে অভিহিত করেছেন; ২) নির্বাচনের তিন মাস আগে প্রকাশিত পরিচিত ভুয়ো খবরগুলির মধ্যে, ট্রাম্পের পক্ষে যারা ছিলেন তারা ফেসবুকে মোট ৩ কোটি বার শেয়ার করেছিলেন, যেখানে ক্লিনটনের পক্ষে যারা ছিলেন তারা ৮০ লক্ষ বার শেয়ার করেছিলেন; ৩) গড়ে একজন আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নির্বাচনের আশেপাশের মাসগুলোতে এক বা একাধিক ভুয়ো খবর শুনেছেন, এবং যাঁরা সেগুলো দেখেছেন বলে মনে করেন, তাঁদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি তা বিশ্বাস করেছেন; এবং ৪) মানুষ সাধারণত সেই গল্পগুলো বেশি বিশ্বাস করে যেগুলো তাদের পছন্দের প্রার্থীকে সমর্থন করে, বিশেষ করে যদি তাদের সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের নেটওয়ার্ক আদর্শগতভাবে একপাক্ষিক বা বিভাজিত হয়।

এডসন সি. ট্যান্ডক এবং অন্যান্যরা *Defining "Fake News": A Typology of Scholarly Definitions* (২০১৮) নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে পূর্ববর্তী লেখক লেখিকারা কীভাবে "ভুয়ো খবরের" সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই গবেষণাপত্রটিতে ২০০৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ভুয়ো খবর সংক্রান্ত ৩৪ টি বিদ্যাবিষয়ক গবেষণা পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে যে পণ্ডিতেরা ভুয়ো খবরকে কিভাবে বিবেচনা করেন। শ্রেণীবিভাগ করে দেখানো হয়েছে যে, ভুয়ো খবর হলঃ ব্যঙ্গ করে সংবাদ পরিবেশন, সংবাদ নিয়ে মিথ্যা অভিনয়, জালিয়াতি, কারসাজি, নেতিবাচক বিজ্ঞাপন এবং প্রচারণা। এই ধরণের বিশেষণ বা অভিধাগুলি দুটি মাত্রার উপর ভিত্তি করে তৈরিঃ বাস্তবতা এবং প্রতারণার স্তর। ভুয়ো খবর বলতে আমরা কী বোঝাতে চাই তা স্পষ্ট করার জন্য এবং ভবিষ্যতের গবেষণাগুলিকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ প্রস্তুত করা হয়েছে।

ওয়াং তার *Fake News and Related Concepts: Definitions and Recent Research Development* (২০২০) শীর্ষক রচনায় মন্তব্য করেছেন যে, ভুয়ো খবর এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য আপেক্ষিক ধারণা যেমন সংবাদ ব্যঙ্গ, হলুদ সাংবাদিকতা, জাঙ্ক নিউজ, ছদ্ম-সংবাদ, প্রতারণামূলক খবর, প্রচারণামূলক সংবাদ, বিজ্ঞাপনমূলক, মিথ্যা তথ্য, জাল তথ্য, ভুল তথ্য, গুজব, অপ-তথ্য, বিকল্প তথ্য এবং সত্য-পরবর্তী তথ্য ইত্যাদির মধ্যে সীমানা অস্পষ্ট। এই লেখাটি ভুয়ো খবর এবং এর সমার্থক অন্যান্য ধারণাগুলির গভীরে প্রবেশ করে তাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। সোশ্যাল সায়েন্সেস সাইটেশন ইনডেক্স (SSCI) এবং সায়েন্স সাইটেশন ইনডেক্স এক্সপ্যান্ডেড (SCI-এক্সপ্যান্ডেড) ডাটাবেসে তালিকাভুক্ত জার্নালগুলি অনুসন্ধান করে ভুয়ো খবর নিয়ে সর্বমোট ৩৮৭ টি নিবন্ধ খুঁজে পাওয়া গেছে। লেখক এই প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন কোন গবেষণাপত্রগুলি বেশি প্রভাবশালী তা চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যবহৃত তত্ত্ব এবং ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মহম্মদ আল-জামিন তার *Social Media Fake News in India* (২০২১) নামক প্রবন্ধে এই গবেষণায় ভুয়ো খবর-প্রবণ দেশ ভারতে প্রকাশিত ৪১৯ টি ভুয়া খবর বিশ্লেষণ করে সামাজিক মিডিয়ায় ভুয়ো খবরের প্রধান ধারণাসমূহ, বিষয়বস্তুর ধরণ এবং উৎস শনাক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়

© WBCLA

যে, সামাজিক গণমাধ্যমে শেয়ার করা ভুয়ো খবরের ছয়টি প্রধান রচনার বিষয়বস্তু রয়েছেঃ স্বাস্থ্য, ধর্ম, রাজনীতি, অপরাধ, বিনোদন এবং বিভিন্ন; বিষয়বস্তুর আটটি ধরণ রয়েছেঃ লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও, লেখা ও ছবি, লেখা ও ভিডিও, ছবি ও ভিডিও, এবং লেখা, ছবি ও ভিডিও; এবং দুটি প্রধান উৎস রয়েছেঃ অনলাইন উৎস এবং মূলধারার গণমাধ্যম। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভুয়ো খবর সাধারণত স্বাস্থ্য সংকটের সময়ই বেশি দেখা যায়; অন্যদিকে ধর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত ভুয়ো খবর আরও বিস্তৃত এবং প্রধানত অনলাইন মিডিয়াই সেগুলোর জন্ম দেয়। লেখা ও ছবি এবং লেখা ও ভিডিও মিলিয়ে মোট ভুয়ো খবরের তিন-চতুর্থাংশ ভাগ রয়েছে এবং এদের বেশিরভাগ অনলাইন গণমাধ্যম থেকে এসেছে; অনলাইন মিডিয়াই সামাজিক গণমাধ্যমে ভুয়ো খবরের প্রধান উৎস। অন্যদিকে, মূলধারার মিডিয়া বেশিরভাগই রাজনৈতিক ভুয়ো খবর তৈরি করে। এই গবেষণায়, কিছু অভিনব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে যা গবেষকদের ভুয়ো খবর সংক্রান্ত ধারণাটি বুঝতে এবং নীতি নির্ধারকদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। এই গবেষণা দাবি করে যে, ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভুয়ো খবরের উপর আরও বিদ্যাবিষয়ক গবেষণা জরুরী।

হক তার *Fake News- Understanding Its Impact and Implications* (২০২৪) শীর্ষক রচনায় লিখেছেন যে, ভুয়ো খবর বলতে বোঝায় ভুল তথ্য যা বৈধ সংবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং তা প্রায়শই করা হয় প্রতারণার উদ্দেশ্যে। এই প্রবন্ধে ডিজিটাল যুগে ভুয়ো খবরের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য এবং ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভুয়ো খবর কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার মূল কারণগুলিকে লেখক এই প্রবন্ধে চিহ্নিত করেছেন। একটি কারণ হিসাবে প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গতিশীলতাকে উল্লেখ করেছেন। এই লেখাটি দেখিয়েছে যে কীভাবে ভুয়ো খবর জনসাধারণের আস্থা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সর্বশেষে লেখক এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে ভুয়ো খবরের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন, যার মধ্যে রয়েছে মিডিয়া সাক্ষরতা (Media Literacy), সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (Critical Thinking) এবং দায়িত্বশীল প্রতিবেদন অনুশীলন (Responsible Reporting Practices)।

লে তার *The Spread of Fake News- Disclosure Willingness Role* (২০২৪) শীর্ষক রচনায় বুঝিয়েছেন যে, ভুয়ো খবর এক মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে। এই মহামারী বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিদের উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যার ফলে ব্যাপক উদ্বেগ, ভয় এবং মানসিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এই ভয়কে কাজে লাগিয়ে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভুয়ো তথ্য সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই রচনাটি সত্য-ডিফল্ট তত্ত্ব প্রয়োগ করে এমন কতগুলি কারণ বিশ্লেষণ করে যেগুলোর ফলে মানুষ চাপপূর্ণ ও ভীতিকর পরিস্থিতিতে ভুয়ো খবরকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এখানে গবেষণা মডেল বিশ্লেষণের জন্য স্মার্ট আংশিক সর্বনিম্ন বর্গক্ষেত্র (Smart Partial Least Squares) সফটওয়্যার ব্যবহার করে ভিয়েতনামে অনলাইনে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে ঝুঁকির ধারণা, গণমাধ্যমে আস্থা, কোন সেলিব্রিটির পোস্টে বিশ্বাস এবং মানসিক চাপ এই সমস্ত উপাদানই ব্যবহারকারীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে,এবং তারা এমন খবর নিজেদের চ্যানেলেও সক্রিয়ভাবে শেয়ার করে। ভুয়ো খবর গ্রহণ এবং তা শেয়ার করার মধ্যেকার

© WBCLA

সম্পর্ককে প্রকাশের আগ্রহ প্রভাবিত করেছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই এই বিষয়টি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ভুয়ো খবর বর্তমান সমাজের পক্ষে কতটা ভয়াবহ। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিদ্যাবিষয়ক অধ্যয়নে এই ধারণটি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা দুরূহ। ভুয়ো খবর অনেক গুলো শব্দের সাথে কেমন যেন গুলিয়ে যায়। মিথ্যা তথ্য, অপপ্রচার, ভুল ব্যাখ্যা, গুজব, বিকৃত পরিবেশনা, ব্যঙ্গ ইত্যাদি শব্দের সাথে ভুয়ো খবরের প্রসঙ্গকে আলাদা করা খুব মুশকিল। তবে যাই হোক, মোটামুটি ভাবে এতগুলি শব্দের মধ্যে "ভুয়ো খবর" শব্দটিই গবেষকদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য; এই শব্দপ্রয়োগ করেই গবেষকরা গণমাধ্যমের নেতিবাচক ভূমিকার প্রতি বারবার অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ভয়াবহতা তখনই মূর্ত হয়ে ওঠে যখন এটি মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের মানুষজন প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করেন। এ থেকেই আমাদের বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যা নির্বাচন করা যায়।

৩। গবেষণার ঘাটতি

ভুয়ো খবর শিরোনাম দিয়ে প্রকাশিত উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনাবলী ভুয়ো খবরের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে কিন্তু ব্যক্তিবর্গের মানসিকতার বিষয়, সাংস্কৃতিক বিচার-বিবেচনা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি এই ধরণের গবেষণার ক্ষেত্রে খুব কমই স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ গবেষণা পশ্চিমী প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ; উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভুয়ো খবরের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত। এছাড়া, প্রতিরোধমূলক কৌশল হিসেবে মিডিয়া সাক্ষরতা ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলেও নীতিনির্ধারণমূলক পদক্ষেপ, আইনগত কাঠামো এবং প্রযুক্তিগত সমাধান নিয়ে সুসংগঠিত গবেষণা এখনও অপর্যাপ্ত। পর্যালোচিত সাহিত্য থেকে উল্লিখিত গবেষণাগুলিতে নিম্নলিখিত শূন্যস্থানগুলি (Research Gap) চিহ্নিত করা যায়

ক) অধিকাংশ গবেষণা সংজ্ঞাগত বিভ্রান্তি নিরসনে সীমাবদ্ধ; তাছাড়া ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে কম।

খ) ডিজিটাল সাক্ষরতা ও ভুয়ো খবরের গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিশ্লেষণ অপর্যাপ্ত।

গ) নীতিনির্ধারণমূলক কাঠামো প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ গবেষণা সুস্পষ্ট ও বাস্তবমুখী রূপরেখা প্রদান করেনি।

ঘ) গ্রামীণ ও স্বল্প-স্বাক্ষরতাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর উপর ভুয়ো খবরের প্রভাব বিষয়ে প্রমাণভিত্তিক গবেষণা একেবারে সীমিত।

বর্তমান গবেষণা উল্লিখিত শূন্যস্থানগুলি আংশিকভাবে পূরণের চেষ্টা করবে এবং কিছু সমাধানসূত্র আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে।

© WBCLA

৪। গবেষণার মূল প্রশ্নাবলী : যে সমস্ত প্রশ্নগুলি সামনে রেখে এই গবেষণা এগিয়ে যাবে সেগুলি হল —

ক) ভুয়ো খবর কি শুধুমাত্র মিথ্যাপ্রচার নাকি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট বার্তা ছড়িয়ে দেবার কোন নির্দিষ্ট প্রয়াস?

খ) কোন খবর ভুয়ো কিনা তা যাচাই কীভাবে করা যায়?

গ) ভারতে কতখানি ভুয়ো খবরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে?

ঘ) ভুয়ো খবর থেকে বাঁচার উপায় কি?

৫। এই গবেষণাপত্রের আলোচনার উদ্দেশ্য ও পরিসর

(ক) ভুয়ো খবরের সাধারণ ধারণা প্রদান;

(খ) এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ;

(গ) সর্বব্যাপী, বিশেষ করে ভারতে ভুয়ো খবরের প্রভাব ও প্রসারতা নিয়ে সমালোচনামূলক অধ্যয়ন;

(ঘ) ভুয়ো খবর প্রতিরোধে প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত সুপারিশ প্রদান।

৬। গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় বহুমুখী পদ্ধতিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে যাতে ভুয়ো খবরের প্রকৃতি, বিস্তার এবং প্রভাবকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। আরোহী পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন উদাহরণ থেকে কোন সাধারণ সূত্রে উপনীত হয়ে ভুয়ো খবর ও তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কিত নতুন তত্ত্ব নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি বর্ণনাত্মক গবেষণা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন অনুমান-প্রকল্প যেমন "ভুয়ো খবর মানবসমাজের জন্য ক্ষতিকর" বা "ভুয়ো খবর সত্যতার সংকট সৃষ্টি করে" ইত্যাদি যাচাই করা যায়। গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক ঘটনাবলী ও মানব আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা ভুয়ো খবরের প্রভাবকে গভীরভাবে বোঝার সুযোগ দিয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাবগুলোকে সমালোচনামূলকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমীক্ষার পরিবর্তে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করে অতীতের সামাজিক ঘটনাবলী ও সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষে, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ সংক্রান্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, ওয়েবপেজ এবং প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহুমুখী উৎসের বিচার-বিবেচনা থেকে একটি সংশ্লেষ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

তবে এই গবেষণার সীমাবদ্ধতা হল যে, নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্র বেছে নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে এই রচনা প্রস্তুত করা হয় নি। তাছাড়া এই লেখার জন্য কোন সামাজিক গণ-মাধ্যমের রিয়াল-টাইম ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়নি।

৭। গবেষণার মূল বিষয়বস্তু

ভুয়ো খবরের উত্থান সত্যের সংকট তৈরি করে, জনসাধারণের আস্থা দুর্বল করে এবং গণতান্ত্রিক

© WBCLA

জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য এখন সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপ এবং যাচাই না করা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগের চেয়ে দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভুল তথ্যের এই বন্যা নেতিবাচক মতামত তৈরি করে, বিচ্ছিন্নতাকে ইন্ধন জোগায় এবং মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য খুঁজে বের করা কঠিন করে তোলে। ভুয়ো খবর কীভাবে ছড়ায় এবং এর ফলে সম্ভাব্য কি কি ক্ষতি হয় তা বুঝতে পারলে মানুষ অবশ্যই তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল খবর অবশ্যই যাচাই করে নেবে এবং আস্থা পুনর্নির্মাণের দিকে অগ্রসর হবে। বর্তমানে দ্রুত ডিজিটাল যোগাযোগের যুগে, সত্যের ধারণা নিজেই এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, তাৎক্ষণিক বার্তাপ্রেরণ এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যমের উত্থান, তথ্য উৎপাদন, ভাগাভাগি এবং ব্যবহারের পদ্ধতিকে পুরোপুরিভাবে বদলে দিয়েছে। যদিও এই প্রযুক্তিগুলি জ্ঞান প্রাপ্তির সুযোগকে গণতান্ত্রিক করেছে, তারা ভুল তথ্য এবং মিথ্যে খবর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উর্বর ভূমিও তৈরি করেছে। ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যমের বিপরীতে, যেখানে সম্পাদকীয় যাচাই এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা একসময় ছাঁকনি হিসাবে কাজ করত কিন্তু আজকের ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্র মিথ্যাকে দ্রুত ছড়িয়ে দেয় এবং আগের চেয়ে আরও বেশি দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেয়।

ভুয়ো খবর কেবল বিভ্রান্তিকর শিরোনাম বা অতিরঞ্জিত দাবির বিষয় নয় — এর গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিণতি রয়েছে। নির্বাচনকে প্রভাবিত করা এবং জনমত গঠন থেকে শুরু করে মেরুকরণকে ইন্ধন দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা নষ্ট করা পর্যন্ত তথ্য বিকৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সংকট কেবল মিথ্যা বর্ণনার অস্তিত্বের মধ্যেই নয়, বরং যাচাইকৃত তথ্য থেকে তাদের পার্থক্য করার অসুবিধার মধ্যেও রয়েছে। এমন একটি যুগে যেখানে গাণিতিক সমাধান পদ্ধতি (algorithm) নির্ভুলতার চেয়ে সম্পৃক্ততাকে (Involvement) অগ্রাধিকার দেয়; সত্য নিজেই ভাইরাসঘটিত রোগের দ্বারা আক্রান্ত হবার মত বর্তমান সংস্কৃতির দ্বারা আবৃত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এই ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলেছে বর্তমান উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি বিদ্যা।

৭.১। ভুয়ো খবর: সংজ্ঞা এবং ব্যাপ্তি

ভুয়ো খবর হল মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য যা প্রচারণা ও মতামতকে কাজে লাগিয়ে মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সংবাদ পরিবেশন। ভুয়ো খবর লেখালেখি, কারসাজি করা ছবি, এআই দিয়ে বানানো বিকৃত ভিডিও, বিভ্রান্তিকর শিরোনাম বা কোন পুনর্ব্যাখ্যা ব্যঙ্গ হিসেবে দেখানো হয় এবং সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

এথিক্যাল জার্নালিজম নেটওয়ার্কের (২০২২) মতে, "ভুয়ো খবর হল এমন তথ্য যা ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি এবং প্রকাশিত হয় যাতে অন্যদের মিথ্যা বিশ্বাস করতে এবং বিভ্রান্ত করতে বা যাচাইযোগ্য তথ্য সন্দেহ করতে প্রতারিত করা যায়"। উইকিপিডিয়া (২০২৫) এটিকে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য (ভুল তথ্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য, প্রচারণা, বা প্রতারণা) হিসাবে ব্যাখ্যা করে যা প্রকৃত সংবাদের ধরণ এবং বৈধতা অনুকরণ করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, "ভুয়ো খবর" হল এমন খবর যা সম্পূর্ণরূপে বানানো, যার কোনও যাচাইযোগ্য তথ্য, উৎস বা উদ্ধৃতি নেই। তবে, "ভুয়ো খবর" একটি জটিল এবং সূক্ষ্ম সমস্যা।

© WBCLA

এই শব্দটির রাজনীতিকীকরণ ঘটে গেছে এবং যেকোনো বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে অসম্মান করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিছু লোক তাদের বিরোধীদের, বিতর্কিত বিষয়গুলির বা কিছু মিডিয়া সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য এটি ব্যবহার করে। এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়া, রোবট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-র বা AI - এর ব্যাপক ব্যবহারের মতো প্রযুক্তিগত অগ্রগতি জাল খবরের গল্পগুলিকে দ্রুত এবং সহজেই ছড়িয়ে দিতে সক্ষম করে।

৭.২। ভুয়ো খবরের বৈশিষ্ট্য

ভুয়ো খবরের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

ক) **বিষয়বস্তুর মিথ্যাচার** — ভুয়ো খবর জাল, অতিরঞ্জিত বা বিকৃত তথ্য ধারণ করে। বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করার জন্য ছোট ছোট সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

খ) **প্রতারণার উদ্দেশ্য** — ভুয়ো খবর মতামতকে বিভ্রান্ত করার, কারসাজি করার বা প্রভাবিত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হয়। প্রায়শই রাজনৈতিক প্রচারণা, আর্থিক লাভ বা সুনামের ক্ষতির জন্য ব্যবহৃত হয়। (Watts, ২০১৮)

গ) **চাঞ্চল্যকর** — ভুয়ো খবর চমকপ্রদ, আবেগপ্রবণ বা কায়দা করা শিরোনাম ধারণ করে। দ্রুত ভাগ করে নেওয়ার জন্য ভয়, রাগ বা উত্তেজনার সাহায্য নেয়।

ঘ) **বৈধ সংবাদের অনুকরণ** — ভুয়ো খবর আসল সাংবাদিকতার ধরণ, সুর এবং বিন্যাসের অনুকরণ করে। জাল লোগো, উদ্ধৃতি, বা ছদ্ম উত ব্যবহার করতে পারে।

ঙ) **নির্ভরযোগ্য উৎসের অভাব** — ভুয়ো খবর খুব কমই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা যাচাইযোগ্য রেফারেন্স উদ্ধৃত করে। বেনামী দাবি, বিকৃত ছবি, বা কারসাজি করা ভিডিওর উপর নির্ভর করে।

চ) **অনলাইনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া** — ভুয়ো খবর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়।

ছ) **লুকানো উদ্দেশ্য** — ভুয়ো খবর রাজনৈতিক আলোচ্যসূচি, আর্থিক মুনাফা (বিজ্ঞাপনের আয়ের মাধ্যমে), অথবা সামাজিক কারসাজির দ্বারা পরিচালিত।

জ) **কল্পকাহিনীর সাথে সত্যের মিশ্রণ** — ভুয়ো খবরে বাস্তব ঘটনা বা পরিসংখ্যানকে মিথ্যা বিবরণের সাথে একত্রিত করা হয়। এই মিশ্রণের কারণে পাঠকদের কাছে সত্য থেকে মিথ্যা আলাদা করা কঠিন হয়ে ওঠে।

৭.৩। ভুয়ো খবর ও অন্যান্য সমজাতীয় বিষয় এবং সমস্যা :

ভুয়ো খবর বিভিন্ন রূপে আসে, প্রতিটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য থাকে। এখানে ভুয়ো খবরের মত আরও বহু সমজাতীয় বিষয়ের প্রকারভেদগুলি চিহ্নিত করা হল:

ক) ভুয়ো খবর: এটি এমন উৎস যেখানে তথ্য বিকৃত হয়, প্রতারণামূলক বিষয়বস্তু প্রচার করা হয়, অথবা প্রকৃত সংবাদকে চরমভাবে বিকৃত করে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। যেমন — জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য নির্বাচনের সময় বানানো গল্প উচ্চে তুলে ধরা হয়। আবার কারো সুনাম নষ্ট

© WBCLA

করার জন্য ব্যক্তিগত ইমেল অতিরঞ্জিত করে ফাঁস করা হয়।

খ) **ব্যঙ্গ:** এটি এমন উৎস যা হাস্যরস, বিদ্রূপ, অতিরঞ্জন, উপহাস এবং মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করে বর্তমান ঘটনাবলীতে মিশ্রিত করে প্রচার করা হয়। যেমন — দ্য অনিয়ন বা অনুরূপ কোন ব্যঙ্গাত্মক সাইট থেকে প্রবন্ধ। (Desai & Oehrli, ২০২৫)

গ) **রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত সংবাদ:** দমনপীড়নমূলক রাষ্ট্রগুলি তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ব্যাপক প্রচারণা চালায় এবং তথ্য তখন সরকারি নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়ন্ত্রণের অধীনে প্রচারিত হয়।

ঘ) **জাঙ্ক সায়েন্স:** এ হল এমন উৎস যা ছদ্মবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, প্রাকৃতিক ভ্রান্তি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকভাবে মিথ্যা অথবা সন্দেহজনক দাবি প্রচার করে জনমানসে বিরাজ করে।

ঙ) ঘৃণামূলক সংবাদ: এমন উৎস যা সক্রিয়ভাবে বর্ণবাদ, নারীবিদ্বেষ, সমকামীতা এবং অন্যান্য ধরণের পক্ষপাত এবং বৈষম্যমূলক খবর প্রচার করে।

চ) চাঞ্চল্যকর বিষয়বস্তু: এ হল এমন উৎস যা কখনও কখনও বিশ্বাসযোগ্য বিষয়বস্তু সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু অতিরঞ্জিত, বিভ্রান্তিকর বা সন্দেহজনক শিরোনাম ব্যবহার করতে পারে। যেমন — "পরবর্তীতে যা ঘটেছে তা আপনি বিশ্বাস করবেন না..." এই ধরণের উক্তি সহ লেখা।

ছ) সতর্কবার্তা: এ হল এমন উৎস যা নির্ভরযোগ্য হতে পারে কিন্তু যাদের বিষয়বস্তুর আরও যাচাই করা প্রয়োজন। যেমন — কোন চলচ্চিত্র শুরুর আগে দাবিত্যাগ (Disclaimer) হিসাবে যে লেখা প্রচার করা হয় তা সত্যিই যাচাই করা প্রয়োজন।

৭.৪। ভুয়ো খবর শনাক্ত করার পদক্ষেপ

International Federation of Library Association (IFLA) ২০১৭ সালের মার্চ মাসে একটি প্রদত্ত সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য আটটি সহজ ধাপ তুলে ধরে একটি ইনফোগ্রাফ তৈরি করেছে। যার মধ্যে রয়েছেঃ ক) উৎসটি বিবেচনা করুন (Consider the Source); অর্থাৎ ওয়েব সাইটটি ভিজিট করার আগে সাইটের উদ্দেশ্য এবং যোগাযোগের তথ্য ভালো করে দেখে নিন। খ) এর বাইরেও পড়ুন (Read Beyond); অর্থাৎ ক্লিক পাওয়ার জন্য শিরোনামগুলো অনেক সময় অতিরঞ্জিত বা চমকপ্রদ হতে পারে। পুরো গল্পটা কী? সেটা বিবেচনা করুন। গ) লেখক কে দেখুন (Check the Author); অর্থাৎ লেখক সম্পর্কে দ্রুত অনুসন্ধান করুন। এগুলো কি বিশ্বাসযোগ্য? এগুলো কি বাস্তব? সেটা বিবেচনা করুন। ঘ) সহায়ক উৎস (Supporting Sources); অর্থাৎ লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করুন। প্রদত্ত তথ্য আসলে প্রদত্ত গল্পটিকে সমর্থন করে কিনা তা নির্ধারণ করুন। ঙ) তারিখটি দেখুন (Check the Date); অর্থাৎ পুরনো খবর পুনরায় পোস্ট করার অর্থ এই নয় যে সেগুলি বর্তমান ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিক। চ) এটা কি রসিকতা? (Is it a Joke?); অর্থাৎ যদি এটা খুব অদ্ভুত হয়, তাহলে এটা ব্যঙ্গ হতে পারে। নিশ্চিত হতে সাইট এবং লেখক সম্পর্কে খোঁজখবর নিন। ছ) আপনার পক্ষপাত-দুষ্টতা পরীক্ষা করুন (Check Your Biases); অর্থাৎ আপনার নিজস্ব বিশ্বাস আপনার বিচার-বিবেচনার উপর প্রভাব ফেলতে পারে কিনা তা বিবেচনা করুন। জ) বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করুন (Ask the Experts);

© WBCLA

অর্থাৎ একজন গ্রন্থাগারিককে জিজ্ঞাসা করুন, অথবা একটি তথ্য যাচাইকারী সাইটের সাথে পরামর্শ করুন।

৭.৫। তথ্য যাচাইয়ের জন্য ওয়েবসাইট

ঘরে বসে তথ্য যাচাই করে নেবার জন্য যে সমস্ত ওয়েব সাইটের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে সেগুলি নিম্নলিখিতঃ

প্রথমেই রয়েছে *Politi Fact* — পলিটিফ্যাক্টের উদ্দেশ্য হল সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই। এই ওয়েবসাইটের মূল নীতি হলো স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদন এবং স্পষ্ট লেখার উৎস বিশ্লেষণে ওয়েবসাইট ভ্রমণকারীকে সহায়তা করা। এই ওয়েবসাইট যে তথ্য প্রকাশ করে তা হলো নাগরিকদের গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। দ্বিতীয়ত, *FactCheck.org*– এরা ভোটারদের জন্য একটি নির্দলীয়, অলাভজনক "ভোক্তা সমর্থক" পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা যার লক্ষ্য মার্কিন রাজনীতিতে প্রতারণা এবং বিভ্রান্তির মাত্রা হ্রাস করা। এরা টিভি বিজ্ঞাপন, বিতর্ক, বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার এবং সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে প্রধান মার্কিন রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের দ্বারা যা বলা হয় তার বাস্তবিক নির্ভুলতা পর্যবেক্ষণ করে। এদের লক্ষ্য সাংবাদিকতা এবং বৃত্তি উভয়ের সর্বোত্তম অনুশীলন প্রয়োগ করা এবং জনসাধারণের জ্ঞান এবং বোধগম্যতা বৃদ্ধি করা (Factchecker–2023)। এছাড়াও রয়েছে — ওয়াশিংটন পোস্ট ফ্যাক্ট চেকার, স্নোপস, ডিউক রিপোর্টার্স ল্যাব থেকে ফ্যাক্ট চেক, *Sci-Check, Flack-Check,* এনপিআর ফ্যাক্টচেক ইত্যাদি।

৮। ভুয়ো খবরের প্রভাব

ক) **জনসাধারণের আস্থার ক্ষয়:** ভুয়ো খবরের বিস্তার বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতা সহ সকল সংবাদ উৎসের প্রতি গভীর সন্দেহের জন্ম দেয়। গণমাধ্যমের আস্থা হ্রাস জনসাধারণের জন্য তথ্যবহুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে জবাবদিহি করা কঠিন করে তোলে।

খ) **গণতন্ত্রের জন্য হুমকি:** ভুয়ো খবর বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে এবং জনমতের পরিবর্তন ঘটিয়ে নির্বাচনী ফলাফল বিকৃত করতে পারে। এটি উপজাতিবাদকে ইন্ধন দিয়ে এবং সমাজে গভীর বিভাজন তৈরি করে মেরুকরণে অবদান রাখতে পারে।

গ) **জনস্বাস্থ্য সংকট:** কোভিড-১৯ মহামারী স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ভুল তথ্যের বিপজ্জনক পরিণতি তুলে ধরেছে, যেমন অপ্রমাণিত প্রতিকার প্রচার এবং টিকাদানকে নিরুৎসাহিত করা।

ঘ) **সামাজিক ক্ষতি:** ভুয়ো খবর প্রায়শই সংখ্যালঘুদের টার্গেট করে এবং ঘৃণা উস্কে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা বাস্তব জগতে সহিংসতায় পরিণত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল তথ্য জনতার সহিংসতার সাথে যুক্ত।

ঙ) **সুনাম হানি এবং আর্থিক ক্ষতি:** প্রতিযোগী বা অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তিকর বা মিথ্যা তথ্যের কারণে ব্যবসায় প্রভূত ক্ষতি বা কোম্পানির সুনাম হানি বা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। (Small, ২০২৫)

চ) **বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা:** ডিপফেক এবং ডিজিট্যাল অ্যারেস্ট জনিত ই-ডকুমেন্ট আইনি ও ফৌজদারি তদন্তের অখণ্ডতাকে বা বিশুদ্ধতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে যার ফলে ন্যায়বিচারের আশা ক্ষীণ হয়ে উঠতে পারে।

© WBCLA

৯। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত কিছু ভুয়ো খবর ও তার প্রভাব

ভারতে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এখনো বহু মানুষ নিরক্ষর। ভুয়ো খবরের প্রভাবে মূলত নিরক্ষর নাগরিকরাই আতঙ্কিত হন এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেন। এতে সমাজে নেমে আসে চূড়ান্ত অবক্ষয়। পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (PLFS) ২০২৩-২৪ এর তথ্য অনুসারে, ভারতে সাত বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার 80.9%। এই জাতীয় গড় উল্লেখযোগ্য বৈষম্যকে ঢেকে রেখেছে। বলা হচ্ছে যে, পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার 87.2% এবং মহিলা মধ্যে সাক্ষরতার হার 74.6%। এই প্রতিবেদন আরও উল্লেখ করেছে যে, শহরাঞ্চলে সাক্ষরতার হার গ্রামাঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট বেশি (Annual Report– PLFS, ২০২৪)। ভুয়ো খবর কীভাবে আমাদের দেশের জনগণকে বিচলিত করেছে তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা এই আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

ক) বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারীর সময়, একটি ইসলামি ধর্মীয় সংগঠন তাবলিগি জামাতের একটি ধর্মীয় সমাবেশকে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার জন্য দায়ী বলে সংবাদ পরিবেশন করেছিলো। ২০২০ সালের শুরুর দিকে ভারতে ও অন্যান্য দেশে তাদের ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। ভারতে ভুয়ো তথ্য ও ভুয়ো খবরের কারণে তাবলিগি জামাতের ভূমিকা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়। কিছু মিডিয়া ও সামাজিক গণমাধ্যম এই গোষ্ঠীকে ভাইরাস ছড়ানোর জন্য দায়ী করে এবং এই ভুয়ো খবরের ভিত্তিতে কঠোর লকডাউন ও সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ভুয়ো প্রচার তাবলিগি জামাতের সদস্যদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ইসলামোফোবিয়া ছড়াতে সাহায্য করে। ভারত সরকার ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম পরে জানায় যে, এই অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)—ও স্পষ্টভাবে জানায় যে, তাবলিগি জামাত কোভিড-১৯ ছড়ানোর জন্য দায়ী নয় এবং কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় বা জাতিগত গোষ্ঠীকে মহামারির জন্য দায়ী করা অনুচিত ও ক্ষতিকর (Sood, Gaurav, 2023, Ch. IX)।

খ) সানু গুপ্তা তার *Digital Media and Ethical Concerns- The Growing Menace of Fake New in India* নামক একটি প্রবন্ধে ভারতে ভুয়ো খবরের প্রভাব সংক্রান্ত কতগুলি উদাহরণ দেখিয়েছেন। এগুলি হলঃ ১) এক সময় "লবণের সংকট" নিয়ে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ভারতের চারটি রাজ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। ২) ২০১৭ সালে শিশু অপহরণের ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়ায় বহু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে এবং সাতজনের মৃত্যু হয়। এই গুজবের ভিত্তিতে অনেককে গণপিটুনি দেওয়া হয়। ৩) উত্তর ভারতে এক "তান্ত্রিক দল" মহিলাদের চুল কেটে নিচ্ছে এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। এর ফলে আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে এক মহিলার মৃত্যু ঘটে। ৪) একটি ভিডিওতে দেখা যায় যে, দুই ব্যক্তিকে শিরচ্ছেদ করা হচ্ছে। ভিডিওটি দেখিয়ে দাবি করা হয় যে, তারা পাকিস্তানে নিহত ভারতীয় সেনা। কিন্তু পরে জানা যায় যে, ভিডিওটি ব্রাজিলের এবং নিহতরা ভারতীয় সেনা ছিলেন না। ৫) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যও ভুয়ো বার্তা ছড়ানো হয়েছে, যেমন দাঙ্গা উসকে দেওয়ার জন্য ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। বহু রাজনীতিবিদদের সমর্থনপুষ্ট বহু ভুয়ো ভিডিও ছড়ানো হয়েছিলো (Gupta, Shanu, 2019, 224)।

© WBCLA

গ) Ritu Arya এবং Rubel Kanozia তাদের Fake News in India- Superstitions– Myths and Xenophobia নামক একটি রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, কোভিড-১৯ মহামারির সময় ভারতে ভ্যাকসিন নিয়ে ভ্রান্ত তথ্য ছড়ানোর জন্য একাধিক বিরোধী প্রচার চালানো হয়। এসব প্রচারের ফলে বহু মানুষ টিকা নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে *'Local Circles'* নামক একটি কমিউনিটি-ভিত্তিক সামাজিক গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম একটি সমীক্ষা চালায়, যেখানে দেখা যায় যে 69% ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোভিড-১৯ টিকা নিতে অনিচ্ছুক। এই অনীহার কারণ ছিল: ১) টিকা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের অভাব, ২) টিকার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ, ৩) অনেকের বিশ্বাস ছিল যে তারা আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছেন, তাই টিকার প্রয়োজন নেই। এই সময় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলিতে ভ্রান্ত তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ দাবি করেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণ কমে গেছে, তাই টিকার প্রয়োজন নেই। আবার কেউ বলেন, সরকার ও ওষুধ কোম্পানিগুলি অসুরক্ষিত টিকা তৈরি করেছে শুধুমাত্র লাভ বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে। এই ভ্রান্ত তথ্য এতটাই গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে ফ্রন্টলাইন কর্মীদের মধ্যেও টিকা নিতে অনীহা দেখা যায়। হাসপাতালের সম্পত্তি ভাঙচুর, স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর শারীরিক ও মৌখিকভাবে আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে (Arya and Kanozia, 2025, pp. 124-134)।

১০। কিছু প্রতিবিধানের উপায়

সত্যের সংকট মোকাবেলায় প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং সামাজিক জবাবদিহিতা-জড়িত একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন।

ক) **ডিজিটাল এবং মিডিয়া সাক্ষরতার প্রচার:** অনলাইন তথ্যের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন কীভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে নাগরিকদের শিক্ষিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল-কলেজগুলিতে উদ্যোগ এবং জনসচেতনতামূলক প্রচারণা মানুষকে ভুয়ো খবরের লক্ষণগুলি সনাক্ত করতে, উৎসগুলি পরীক্ষা করতে এবং তাদের নিজস্ব পক্ষপাত বুঝতে সাহায্য করে।

খ) **তথ্য যাচাইয়ের উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করা:** স্নোপস এবং পলিটিফ্যাক্টের মতো ওয়েবসাইটগুলি মিথ্যা দাবিগুলি খণ্ডন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মিথ্যা বিষয়বস্তুকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে পারে।

গ) **মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের দায়িত্ব জোরদার করা:** প্রযুক্তি সংস্থাগুলি আরও কার্যকর স্ব-নিয়ন্ত্রণ এবং বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভুয়ো খবরের বিস্তার কমাতে পারে। তারা বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তু সনাক্ত এবং চিহ্নিত করতে এবং ব্যবহারকারীদের আলোচনাকে উৎসাহিত করার জন্য শেয়ার করার জন্য অতিরিক্ত ক্লিকের প্রয়োজনের মতো উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে পারে।

ঘ) **জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা:** সাংবাদিক এবং মিডিয়া আউটলেটগুলির নৈতিক মান মেনে চলা উচিত এবং জনসাধারণের আস্থা তৈরি করতে তাদের রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ হওয়া উচিত। তদুপরি, বিভ্রান্তিকর তথ্যের স্রষ্টা এবং পরিবর্ধকদের জন্য আরও শক্তিশালী জবাবদিহিতা প্রয়োজন।

© WBCLA

৬) **উন্নত সনাক্তকরণ প্রযুক্তির বিকাশ:** ডিপফেকের মতো ম্যানিপুলেটেড কন্টেন্ট সনাক্ত করার জন্য আরও পরিশীলিত সরঞ্জাম বিকাশের জন্য AI এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করা হচ্ছে। *TinEye* এর মতো বিপরীত চিত্র অনুসন্ধান সরঞ্জামগুলি ব্যবহারকারীদের ছবির সত্যতা পরীক্ষা করার সুযোগও দেয়।

১১। উপসংহার

ভুয়ো খবরের কারণে সত্যের সংকট জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকৃত করে এবং সামাজিক সংহতিকে দুর্বল করে তোলে। অ্যালগরিদম-চালিত প্ল্যাটফর্ম ও অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে মেরুকরণ বৃদ্ধি পায়, কারসাজি সহজ হয় এবং বাস্তব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্ম দেয়। সমস্যাটি মূলত পদ্ধতিগত, প্রযুক্তিগত এবং প্ররোচনামূলক প্রকৃতির। মিডিয়া সাক্ষরতার ঘাটতি এবং দুর্বল জবাবদিহিতা ভুয়ো খবরকে আরও স্থিতিস্থাপক ও অভিযোজিত করে তোলে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভুয়ো খবরকে তথ্যযুদ্ধের একটি রূপ হিসেবে দেখা হয়, যা আইনি প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে। তাই বিভ্রান্তিকর সংবাদ মোকাবিলার জন্য গণমাধ্যম প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives, 31*(2), 211-26. https://doi.org/10.3386/w23089

Al-Zaman, Md. S. (2021). Social Media Fake News in India. *Asian Journal for Public Opinion Research, 9*(1), 25-47. https://doi.org/10.15206/ajpor.2021.9.1.25

Annual Report, PLFS, 2023-24. (2024). *National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India*, New Delhi.

Arya, Ritu and Kanozia, Rubel. (2025). *"Fake News in India: Superstitions, Myths and Xenophobia"*. In Edson C. Tandoc Jr. ed. Fake News Across Asian Countries, Routledge, New York.

Desai, S., & Oehrli, J. A. (2025, October 2). *Research guides: "Fake news," lies, and misinformation: What is "fake news"? - Research Guides at University of Michigan Library.* https://guides.lib.umich.edu/fakenews

Factchecker. (2023, May 22). *FactChecker.in is India's first dedicated fact check initiative.* https://www.factchecker.in/#google_vignette

Haq, Bilal ul. (2024). Fake News: Understanding Its Impact and Implications. *Global Media Journal, 22* (70:446), pp. 1-3. DOI: 10.36648/1550-7521.22.70.446.

IFLA. (2017, March). https://repository.ifla.org/server/api/core/bitstreams/448409bb-9e2e-4b7b-9ed7-22f5feaafeb5/content

© WBCLA

Law, T. (2022, July 28). Fake news: It's not bad journalism; it's the business of communications in the Digital age. *Ethical Journalism Network.* https://ethicaljournalismnetwork.org/fake-news-bad-journalism-digital-age

Le, M. T. H. (2024). The Spread of Fake News: Disclosure Willingness Role. *Heliyon, 10*(14), 1-15. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34468

Gupta, Shanu. (2019). *"Digital Media and Ethical Concerns: The Growing Menace of Fake New in India".* In. Yahya R. Kamalipour ed. Global Perspectives on Media, Politics, Immigration, Advertising, and Social Networking, Cambridge Scholars Publishing, UK.

Sood, Gaurav. (2023). *Fake News: Spot It, Stop It, Penguin Business,* New Delhi.

Small, C. B. (2025, May 6). *Research guides: Fake news: Fake news definition. Definition* - Fake News - Research Guides at Swem Library, William & Mary. https://guides.libraries.wm.edu/fakenews

Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "Fake News": A Typology of Scholarly Definitions. *Digital Journalism, 6*(2), 137-153. https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143

Wang, C.-C. (2020). Fake news and related concepts: Definitions and recent Research Development. *Contemporary Management Research, 16*(3), 145-174. https://doi.org/10.7903/cmr.20677

Watts, N. (2018, July 5). 5 types of "fake news" and why they matter. *UOB-SMU Asian Enterprise Institute.* https://usaei.smu.edu.sg/marketing-toolkit/articles/5-types-fake-news-and-why-they-matter

Wikimedia Foundation. (2025, October 8). *Fake news. Wikipedia.* https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news

© WBCLA